প্রবাসে ও ভাষা শত্রু

শিকদার সাগর ।

প্রিয় সকল প্রবাসী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমার ছালাম নিবেন । দয়া করে আমার এ ছোট লেখা টুকু পড়বেন ।
আমরা যারা বাংলাদেশী , বিশেষ করে ১৯৪৭ সালের পরে আমরা যারা জন্ম গ্রহন করেছি তারা চোখে দেখিনি এবং কানে শুনিনি কিন্তু যারা আমাদের চেয়ে বয়যে বড় তাদের মুখ হতে ও বই পুস্তকে হতে পড়ে জেনেছি যে ১৯৪৭ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার চেয়েছিল আজকের বাংলাদেশী তখনকার বাঙ্গালীদের মাতৃভাষা বাংলাকে বিশ্ব হতে বিলীন করে দিতে । তাই তারা কৌশল গত ভাবে চেয়েছিলো বাংলাদেশের রাষ্টীয় ভাষা বাংলা না হয়ে উর্দু হউক ।তখন বাঙ্গালী সমাজেরও কিছু পাকিস্তানি দোষর ও যারা মুছলিম লীগের সমর্থক ছিলো তারা বাঙ্গালীদের উপর পাকিস্তানিদের মতো নানান ভাবে অন্যায় ও জুলুম করেছে । ৭১ সালে আবার তারাই খ্যাতিলাভ করেছে রাজাকার হিসাবে । সে ইতিহাস আপনার আমার সকলেরই কম বেশী জানা আছে তাই আমার বক্তব্যকে বেশী লম্বা করবোনা ।
রাজাকার ও পাকিস্থানি দোষর তারা পারেনি পাকিস্তানিদের সাথে মিলে আমাদের প্রতিহত করতে আমরা ভেঙ্গে দিয়ে ছিলাম তাদের সে বিষ দাঁত ।কিন্তু মনে হচ্ছে দাঁত ভেঙ্গে দেয়ার পরেও কিছুটা বিষ তাদের মারিতে অবশিষ্ট এখনো রয়েছে ।তাই তারা সে বিষকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে চাচ্ছে তাদের বংশধরদের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে আমাদের বাংলাদেশী সমাজে । প্রবাসে ও তারা আজ ছড়িয়ে গেছে । তাই তারা চায় প্রবাসে ও যেন বাংলা ভাষায়** সাহিত্য চর্চা , কবিতা পাঠ ,সাংবাদিকতা ** কেউ না করতে পারে ।** তারা চায় তাদের মনোমতো কৃতকর্মের চর্চা সাংবাদিক সাহিত্যিক , কবিরা করুক । তাদের অপকর্মের গুন গান করুক ।** আপনারা তাদের খুব ভালো করেই চিনেন জানেন । আপনার আমার পাশেই তারা থাকে, চলে ফিরে এক সাথে । ভদ্র মানুষের মূখোশ পরে । কিন্তু আমরা অনেকেই তা জেনে বুঝে শুনে কোন প্রতিবাদ করিনা ।** প্রতিবাদ না করাতে ওরা মনে করে আমরা ওদের ভয় পাই !! কি বোকা । আসলে ওদের বুঝা উচিৎ ভয়ে না ,বরং ঘৃণায় আমরা প্রতিবাদ করিনা । কারণ প্রতিবাদ করতে হলেও যে ওদের সাথে কথা বলতে হবে । **
একজন রাজাকার সব সময়ই সে রাজাকার । কারণ একটা দেশ স্বাধীন একবারই হয় । একজন মুক্তি যোদ্ধা একবারই যোদ্ধে যাওয়ার সুযোগ পায় , এক জন রাজাকার একবারই রাজাকরের খ্যাতি নিয়ে সারা জীবনের পদক হিসাবে বয়ে বেড়ায় ।
বাংলাদেশের একজন মানুষ একটা পাসপোর্ট বহন করলে ও না করলেও সে বাংলাদেশী , সে দেশপ্রেমিক । কিন্তু রাজাকার যদি তিনটা পাসপোর্ট ও বহন করে , তার পরেও সে রাজাকার , দেশ প্রেমিক না ।তিনটা পসপোর্ট বহন করাটা তার রাজাকারী চিন্তা চেতনা যুক্ত উদ্দেশ্য উপনিত । একজন রাজাকার যখন দেশ প্রেমের কথা বলবে খুব মিষ্টি করে তখন বুঝতে হবে সে মিষ্টি কথা সে তাৎখনিক ভাবেই পরিস্থিতি বিবেচনা করে বলছে। তার ভবিষৎ মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষে পৌছার জন্যই মিষ্টি কথা বলা তার একটা বিশেষ কৌশল মাত্র ।
এক জন রাজাকার ও ভাষা শত্রু বাংলা ভাষায় পত্রিকা বের করলেই সে ভাষা প্রেমিক ও দেশ প্রমিক হয়না । সে পত্রিকা বের তখনই করে যখন নিজের গুন গান গাওয়ার মতো ও কলন্ক এবং অপকর্ম ঢাকার মতো কোন পথ খুঁজে নাপায় ।পত্রিকার উছিলায় তার সম চিন্তা চেতনার কিছু লোককে একত্রিত করে তার ক্ষুদ্র শক্তিকে মজবুত করার লক্ষ্যমাত্র । কারণ ওরা ব্যক্তি স্বচেতন প্রতিবাদি লোককে ও একজন ব্যক্তি মুক্তি যোদ্ধাকে খুব ভয় পায় । ** সব চেয়ে বড় বিষয় হলো মায়ের সব সন্তান মাকে কলন্কিত করেনা । আবার সব সন্তান মাকে রক্ষা করার মতো সৌভাগ্যবান ও হয়না **
আমি ব্যক্তিগত ভাবে বাংলাদেশীদের পক্ষ হতে সঠিক সাংবাদিক ,লেখক ,কবি -সাহিত্যিককে যারা অবমাননা করে ও চর্চপদে বাধাঁ দেয় সে সকল রাজারকার ও ভাষা শত্রুদের পতি ঘৃণা পোষণ করি ।

শিকদার সগর । e-mail . great_poet1_ocean@hotmail.com